

কষ্টসাধ্য কাজে জড়িত ব্যক্তির সাওমের বিধান

حكم صوم من يعمل عملاً شاقاً

< Bengali - بنغالي - বাংলা >



উচ্চতর গবেষণা এবং ফাতওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



অনুবাদক: আখতারুজ্জামান মুহাম্মদ সুলাইমান

সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

ترجمة: أخت الزمان محمد سليمان

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

কষ্টসাধ্য কাজে জড়িত ব্যক্তির সাওমের বিধান

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি রমযানে সাওম রাখার পর পনের রমযানের পর এ অজুহাতে সাওম ভেঙ্গে ফেলল, যে সে মজুরীর বিনিময়ে বকরি চরায়। এ ব্যাপারে সে একজনকে প্রশ্ন করেছিল যে ছাত্র বলে দাবি করে। সে সাওম ভাঙ্গার ফতোয়া দিয়েছিল এবং বলেছিল: প্রতিটি সাওমের জন্য এক-চতুর্থ দীনার সদকা করবে। সে প্রমাণ হিসেবে কুরআনের এ আয়াত উপস্থাপন করেছিল:

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ১৮৬]

“সাওম যাদেরকে কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য হলো এর পরিবর্তে ফিদয়া দেওয়া”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত ১৮৪]

আমি উপরোক্ত প্রশ্ন উত্তরের সময় উপস্থিত ছিলাম। এ ব্যাপারে শরী‘আতসম্মত সমাধান কী?

উত্তর: আল-হামদুলিল্লাহ

প্রথমত: যে ব্যক্তি বকরি চরায় তার অনুমতি নেই যে, সে সাওম ভেঙ্গে ফেলবে, হ্যাঁ তখন ভাঙ্গতে পারবে, যখন সে সম্পূর্ণ অপারগ অবস্থায় পৌঁছে যাবে এতটুকু পরিমাণ সে আহার করবে, যার দ্বারা সে ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। পেট ভরে আহার করবে না। অতঃপর পূর্ণদিন সাওমের মতো থাকবে। পরে অবস্থার পরিবর্তন হলে সাওমটি কাযা করবে।

দ্বিতীয়ত: ছাত্র নামধারী উত্তর দাতা যে বলেছে, যে প্রতিটি সাওমের জন্য এক-চতুর্থাংশ দীনার দিলে যথেষ্ট হবে, তা সঠিক নয়; বরং তার জন্য কাযা করা ওয়াজিব।

প্রমাণ: আল্লাহ তা‘আলার বাণী-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٥﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٦﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٧﴾﴾ [البقرة: ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭]

“হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। নির্দিষ্ট কয়েকদিন। তবে তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ হবে কিংবা সফরে থাকবে, তাহলে অন্যান্য দিনে সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যাদের জন্য তা কষ্টকর হবে, তাদের কর্তব্য ফিদয়া- একজন দরিদ্রকে খাবার প্রদান করা। অতএব, যে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত সৎকাজ করবে, তা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর সিয়াম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান। রমযান মাস, যাতে যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি ও সত্য

